যুগান্তর

তারিখ 16 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

পে-স্কেল-এমপিও দাবি

ক্লাসবর্জন-ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছেন শিক্ষকরা

যুগান্তর রিপোর্ট

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এবং এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আন্দোলন দ্বিতীয়দিনের মতো অব্যাহত আছে। তাদের মধ্যে এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক এমপিওর দাবিতে ক্লাসবর্জন করছেন। জাতীয় পে-স্কেলে বেতনভাতা দাবিতে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট করেছেন। রোববার তাদের এ কর্মসূচি পৃথকভাবে শুরু হয়েছে। এমপিওর দাবি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সৃষ্টপদে নিয়োগপ্রাপ্ত নন-এমপিও বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদ। সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ চন্দ্র রায় সোমবার যুগান্তরকে জানান, তাদের সমিতির প্রায় ১৫ হাজার সদস্য দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তারা কোথাও ক্লাস নিচ্ছেন না। তিনি বলেন, ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে তারা এ কর্মসূচি পালন করবেন। এরমধ্যে দাবি পূরণের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ দেখতে না পেলে ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে তারা ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আমরণ অনশন শুরু করবেন।

শিক্ষক নেতারা জানান, তারা যেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেগুলো এমপিওভুক্ত। তবে নানা কারণে এসব পদ পরে সৃষ্ট। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২০১১ সালের ১৩ নভেম্বর জারি করা প্রজ্ঞাপনের কারণে তারা এখন এমপিও পাচ্ছেন না। ওই প্রজ্ঞাপনে এসব পদের শিক্ষকদের এমপিও না দেয়ার কথা বলা আছে।

প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট : জাতীয় পে-স্কেলে বেতন-ভাতা দাবিতে ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সোমবারও দ্বিতীয়দিনের মতো লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন। বাংলাদেশ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির ব্যানারে এ কর্মসূচি চলছে। সংগঠনের মহাসচিব কাজী মো. মোখলেছুর রহমান সোমবার যুগান্তরকে বলেন, তারা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আশ্বাস পাননি। কেউ যোগাযোগও করেননি। তবে এ অবস্থায় তারা নিজের থেকেই আজ শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাবেন। তিনি আরও বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। শিক্ষক নেতারা জানান, সারা দেশে ৬ সহস্রাধিক মাদ্রাসা আছে। এরমধ্যে দেশের ৫ হাজার ৩২৯টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সাড়ে ২৬ হাজার শিক্ষক ২৯ বছর ধরে সরকারি বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। বাকি ১ হাজার ৫১৯টি একই ধরনের মাদ্রাসা অবশ্য ভাতা হিসেবে ২ বছর ধরে ১০০০ টাকা করে পাচ্ছেন। এর আগে পেতেন ৫০০ টাকা করে। এই পরিস্থিতির কারণে শিক্ষকদের আজ দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।